যুগান্তর

তারিখ 30 MAY
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩

উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন কারিগরি ডিপ্লোমাধারীরা

কর্মকৌশল চূড়ান্ত করছে বিশেষজ্ঞ কমিটি

হাসান আরেফিন

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসহ সব কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দেশে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে পারবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে ডিপ্লোমাধারীদের ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করবে সরকার। কারিগরি শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করেছে। শিগগির এ ব্যাপারে কর্মকৌশল চূড়ান্ত করছে এ সংক্রান্ত জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এ সুযোগ পাবেন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমাধারীরা। সূত্র জানায়, দেশে মধ্যম স্তরের কারিগরি শিক্ষার মধ্যে রয়েছে ৮ ধরনের ডিপ্লোমা শিক্ষা। এগুলো হচ্ছে— ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন এনিমেল

ডিপ্লোমা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

ডিপ্লোমা : উচ্চশিক্ষা

(৩ পৃষ্ঠার পর)

হেলথ অ্যান্ড প্রোডাকশন টেকনোলজি, ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন, ডিপ্লোমা ইন হেলথ টেকনোলজি। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৪৮টি সরকারি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৩টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ৬টি টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, ১টি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ২টি সার্ভে ইন্সটিটিউট এবং ৪০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট রয়েছে। এর মধ্যে জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর অধীনে রয়েছে ৩৫টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার। কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ রয়েছে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে দেশে বেসরকারিভাবে ৯৭টি কৃষি ডিপ্লোমা এবং ১২৮টি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩২ হাজার, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইলে আড়াই হাজার, ডিপ্লোমা ইন কৃষিতে ১১ হাজার, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রিতে ১৫০, ডিপ্লোমা ইন অ্যানিমেল হেলথ অ্যান্ড প্রোডাকশন টেকনোলজিতে ২০০ এবং ডিপ্লোমা ইন হেলথ টেকনোলজিতে প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অভিযোগ, কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীরা উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা উত্তীর্ণদের জন্য কোন আসন বরাদ্দ নেই। শিক্ষার্থীদের জন্য শুধু ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিতে (ডুয়েট) সুযোগ রয়েছে। দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর কয়েক হাজার শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষায় বিএসসি ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছেন। ফলে বাজার চাহিদায় ডিপ্লোমাধারীদের সুযোগ কমে যাচ্ছে। কারিগরি শিল্প-কারখানায় বিএসসি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীদের বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। এতে ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত চার-পাঁচ বছর সময় লাগছে। সূত্র মতে, কয়েক বছর যাবৎ শিক্ষার্থীরা ডিগ্রির সমমান পেতে চার বছরের কোর্সের দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু ডিপ্লোমাধারীদের জন্যও ডিগ্রি কোর্স চার বছর হওয়ায় শিক্ষার্থীদের অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। এ কারণে পলিটেকনিক শিক্ষায় মেধাবীরা আসছে না।

ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, কৃষিতে ডিপ্লোমাধারীদের বিএসসিতে (কৃষি) ভর্তি হতে হলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতোই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষার সিলেবাস থেকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, যা কারিগরি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ভর্তি হতে বড় বাধা। এ ধরনের সমস্যা থেকে কিভাবে দেশের কারিগরি শিক্ষার মান বাড়ানো যায় তা নিয়ে বছরের পর বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। জানা গেছে, ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীদের সমস্যার কথা চিন্তা করে সরকার তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের দ্বার উন্মোচন করতে যাচ্ছে। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। ডিপ্লোমাধারীরা যাতে সহজে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিতে পারেন সে বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করবে এ কমিটি। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন খান এ কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কমিটি ইতিমধ্যেই কাজ অনেকটা গুছিয়ে ফেলেছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ কাজ শেষ করা সম্ভব হবে বলে কমিটির সদস্যরা জানান।